30 MAY 1992

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ সম্পর্কে সরকারের উদ্বেগহীনতা

বদরুদ্দীন উমর

এই "উদ্বেগ" প্রকাশকারীদের মধ্যে সর্বপ্রধান হলো বর্তমানে ক্ষমতাসীন সরকার এবং তাদের দল বি.এন.পি। এছাড়া আছে জামাতে ইসলামী, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ইত্যাদি। এই কয়টি ধনিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলই বর্তমান বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য মূলতঃ দায়ী। এদের কেউ ঢাকা, কেউ চট্টগ্রাম, কেউ রাজশাহী, কেউ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য মূলতঃ তৎপর হলেও এ ব্যাপারে এদের সাধারণ ভূমিকা মোটামুটি অভিন্ন।

বাঙলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন বন্ধই থাকে। এটাই সাধারণ ব্যাপার। কখনো সখনো অবশ্য খোলা থাকে, ক্লাস হয়, পরীক্ষা চলে। আগে যেমন অধিকাংশ সময় খোলা থাকতো এবং মাঝে মাঝে ছুটী-ছাটা থাকতো এখন তার প্রায় উল্টো।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে মূল কাজকর্ম ছিলো লেখাপড়া। ছাত্রছাত্রী শিক্ষকরা লেখাপড়ার নানা কাজেই ব্যস্ত থাকতো। এখন লেখাপড়া অর্থাৎ বিদ্যাচর্চা একটি আনুসঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। মূল কাজ হলো সন্ত্রাস, সন্ত্রাস দমন, সন্ত্রাসের কবল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য দৌড়াদৌড়ী। বিশ্ববিদ্যালয় যতদিন খোলা থাকে ততদিন এই দৌড়াদৌড়ির মধ্যেই ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের যতদূর সম্ভব লেখাপড়া চালিয়ে যেতে হয়।

ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ বলতেন, পূর্ব বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয় হলো এমন জায়গা যেটা বিশ্ববিদ্যার আলয় নয়। এ জায়গায় বিশ্ববিদ্যার লয়প্রাপ্ত হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দুরবস্থা দেখে তিনি কিছুটা দুঃখ, কিছুটা রহস্য করেই একথা বলতেন। তাঁর সময়ে বাঙলাদেশে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো দুটি-ঢাকা এবং রাজশাহী। চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ তখন শুরু হলেও সেগুলিতে লেখাপড়ার কাজ তখনো ঠিক শুরু হয় নি। ডক্টর শহীদুল্লাহ যখন বাঙলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন তখন এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অধিকাংশ সময়ই খোলা থাকতো এবং সাধারণ লেখাপড়ার কাজ স্বাভাবিকভাবেই চলতো। কিন্তু এখন সেদিক দিয়ে পরিস্থিতির প্রায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক এবং কর্মচারীদের পেনশন ব্যবস্থা চালু হয়েছে কিন্তু অবস্থা এমনই যে, তাঁরা এখন কর্তব্যরত অবস্থাতেই পেনশনের স্বাদ লাভ করছেন এবং সেই সঙ্গে এখনো যে তাঁরা চাকরীতে বহাল রয়েছেন, বয়স পার হয়ে চাকরীর মেয়াদ তাঁদের শেষ হয় নি এই দিগন্তবিস্তৃত একটা সুখও তাঁরা উপভোগ করছেন।

অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীদের চার বছরের কোর্স শেষ করতে সময় যাচ্ছে ছয় সাত বছর। এর ফলে ছাত্রোত্তর জীবনে বেকারত্বের সমস্যা দু'তিন বছর এড়িয়ে যেতে পারলেও তাদের জীবনে সময়ের অপচয় হচ্ছে প্রচুর। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রমাগত সন্ত্রাসের কারণে অনেকের জীবন যাচ্ছে এবং বিপন্ন হচ্ছে অন্য আরো অনেকের জীবন। পড়াশোনা যেভাবে হওয়া দরকার তার কিছুই হচ্ছে না বলা চলে। শিক্ষার মান এর ফলে হচ্ছে ক্রমাগত নিম্নগামী।

শিক্ষার ক্রমাবনতি কি সব মূল কারণে ঘটছে সে বিষয়ে কোন আলোচনার মধ্যে না গিয়ে এখানে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার বিষয়টিই আলোচনা করা হবে। কারণ শিক্ষার মান যাই হোক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি বছরের অধিকাংশ সময় বন্ধ থাকে তাহলে কোন শিক্ষা লাভই সম্ভব হয় না এবং শিক্ষার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বিঘ্নিত ও বিলম্বিত হয়। এর দ্বারা শুধু যে ছাত্রছাত্রীরা এবং তাদের পরিবারই ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাই নয়, সমগ্র অর্থনীতি, শিক্ষা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় এক সংকটজনক পরিস্থিতি, যে পরিস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয় এভাবে বন্ধ থাকার কারণে আমাদের দেশে কার্যতঃ এখন বিরাজ করছে।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার জন্য যারা মূলতঃ দায়ী তারাই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার জন্য সব থেকে বেশী বিলাপ করে এবং বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে "উদ্বেগ" প্রকাশ করে। এই "উদ্বেগ" প্রকাশকারীদের মধ্যে সর্বপ্রধান হলো বর্তমানে ক্ষমতাসীন সরকার এবং তাদের দল বি.এন.পি। এছাড়া আছে জামাতে ইসলামী, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ইত্যাদি। এই কয়টি ধনিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলই বর্তমান বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য মূলতঃ দায়ী। এদের কেউ ঢাকা, কেউ চট্টগ্রাম, কেউ রাজশাহী, কেউ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য মূলতঃ তৎপর হলেও এ ব্যাপারে এদের সাধারণ ভূমিকা মোটামুটি অভিন্ন।

সারাদেশে প্রগতিশীল এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্রেরা যাতে ব্যাপক, সুসংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করতে না পারে তার জন্য এরা প্রত্যেকটি সচেষ্ট এবং ছাত্রদেরকে যথাসম্ভব বিভক্ত রেখে পরস্পরের বিরুদ্ধে চালনা করতে নিযুক্ত। এ ক্ষেত্রে এখন বর্তমান সরকার এবং বি.এন.পির ভূমিকাই হলো মুখ্য।

মুখ্য এ কারণে যে, সরকারের হাতে যে সব প্রশাসনিক সুবিধা ও ক্ষমতা আছে, সন্ত্রাস দমনের যে সব রাষ্ট্রীয় হাতিয়ার আছে সেগুলির ব্যবহার যথাযথভাবে হলে সন্ত্রাস বন্ধ করতে বেশী সময় লাগার কথা নয়। পুলিশ এবং সামরিক নিরাপত্তা বিভাগের কাছে এ সন্ত্রাসীদের বিস্তারিত তালিকা থাকা সত্বেও তাদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। কারণ ছাত্রদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যটি উপরে উল্লিখিত কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের নয়, তাদের সকলেরই। কাজেই ছাত্র সন্ত্রাসের ফলে যদি কোন নির্দিষ্ট দলের কিছু সাংগঠনিক ক্ষতিও হয় তাদের বিশেষ অসুবিধা হয় না। কারণ সাময়িকভাবে কিছু সাংগঠনিক ক্ষতি হলেও রাজনৈতিকভাবে এতে তাদের ষোলআনা লাভ। এ কারণে সরকার, সে যে কোন দলের সরকারই হোক, স্বাভাবিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস হলে এবং তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকাল বন্ধ থাকলেও বাস্তবতঃ এবং প্রকৃতপক্ষে নিরুদ্বেগ থাকে। তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে এই উদ্বেগহীনতা খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জামাতে ইসলামীর ছাত্র ফ্রন্ট ইসলামী ছাত্র শিবির প্রাক্তন এক উপাচার্যকে কয়েক মাস তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায় বন্দী করে রেখেছিলো। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় তো বন্ধ ছিলোই, উপরন্তু সারা ক্যাম্পাসে জারী ছিলো একটানা এক সন্ত্রাসের রাজত্ব। ইসলামী ছাত্র শিবিরের এই রাজত্ব খতম করার জন্য সরকারকে বিশেষ কিছু করার দরকার ছিলো না। সরকারের বলপ্রয়োগ ক্ষমতার সামান্য ব্যবহারই কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু পুলিশের নাকের ডগায় সশস্ত্র ইসলামী ছাত্র শিবিরের গুন্ডারা উপাচার্যকে আটকে রেখে এমন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলো যার কোন তুলনা এরশাদের সামরিক শাসন আমলেও ছিলো না।

সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক ছাত্রাবাসে ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসী গুন্ডারা যেভাবে তাদের আক্রমণ চালিয়ে সেখানে মারাত্মক ক্ষতি করেছে সে ধ্বংসকান্ড কিছুতেই সম্ভব হতো না যদি এ কাজ একেবারে পেশাদারী ব্যাপার না হতো। এই পেশাদার সন্ত্রাসীরা কিভাবে পুলিশের নাকের ডগায় এ ধরনের কাজ করতে সক্ষম হলো, একটি ছাত্রাবাসকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস এবং অন্যগুলিকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারলো সেটা বোঝা যাবে একমাত্র যদি আমরা এ ব্যাপারের সঙ্গে সরকারের সংশ্লিষ্টতা এবং সহযোগিতার বিষয়টি বিবেচনা করি। সরকারের এই সংশ্লিষ্টতা শুধু এ ঘটনা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তাঁদের "অক্ষমতার" মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় না। এটা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয় যখন দেখা যায় যে ইসলামী ছাত্র শিবিরের বহুসংখ্যক কর্মীকে অথবা তারা সন্ত্রাসী গুন্ডাকে ছাত্রাবাসের মধ্যেই "কর্মতৎপর" অবস্থায় পুলিশ একপর্যায়ে গ্রেফতার করলেও এখনো পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা সরকার পক্ষ থেকে দায়ের করা হয় নি। উপরন্তু তাদেরকে ছেড়ে দেবার চক্রান্ত চলছে। হয়তো ইতিমধ্যে কিছু সংখ্যককে ছেড়েও দেয়া হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মূলতঃ বি.এন.পি এবং আওয়ামী লীগের ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ থেমে থেমে অব্যাহত আছে। এদের এই সংঘর্ষ দেখেই মনে হয় যে, এটা এক ধরনের পাতানো ব্যাপার। আগেই বলা হয়েছে যে, এই ধরনের পাতানো ব্যাপারে কখনো এক এবং কখনো অন্য পক্ষ সাংগঠনিকভাবে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও রাজনৈতিকভাবে তারা প্রত্যেকেই লাভবান হয়। শ্রেণীগতভাবে তাদের অবস্থান অভিন্ন হওয়ার কারণেই তাদের উভয়েরই লাভের অঙ্ক ভারী হয়। সাধারণভাবে দেখলে বলা চলে যে, সারা দেশে এখন ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার অন্য পরিবেশের কথা বাদ দিলেও শারীরিক পরিবেশ পর্যন্ত অনুপস্থিত।

আজকের কাগজ ৩০ MAY 1992

তারিখ 3 0 MAY 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে অধিকাংশ সময় বন্ধ থাকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব যখন নিম্নতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলেজ, স্কুলগুলিতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে তখন শিক্ষার ব্যাপারে অন্য চিন্তা বাদ দিয়ে শারীরিক পরিবেশের কথাটিই যে বেশী করে চিন্তা করতে হবে সেটাই স্বাভাবিক। এই চিন্তা এবং উদ্বেগ অন্যদের মধ্যে যাই থাক, সরকার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার ব্যাপারে একেবারেই নিরুদ্বেগ। কিন্তু তারা নিরুদ্বেগ হলেও সভাসমিতিতে, বক্তৃতা বিবৃতিতে এবং ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার সময় বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শারীরিক পরিবেশ স্বাভাবিক করার ব্যাপারে "দারুণ উদ্বেগ" প্রকাশ করে থাকে। একদিকে তাদের এই "উদ্বেগ" এবং অন্যদিকে তাদের উদ্বেগহীনতা যে এই ধরনের সরকারের প্রতারণামূলক চরিত্র এবং কার্যকলাপেরই এক উদাহরণ তাতে সন্দেহ নেই।

একদিকে এই সরকার "উৎপাদনের রাজনীতি" নামে বহু আবোলতাবোল কথাবার্তা দিবারাত্রি বলে বেড়াচ্ছে, যেখানে সেখানে বলছে, এবং উৎপাদনের জন্য তারা নিবেদিতপ্রাণ একথা বলে সমস্বরে চীৎকার করছে, কিন্তু অন্যদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে অচলাবস্থা টিকিয়ে রেখে তারা মানবিক সম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিজেরাই মারাত্মক রকম নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে চলেছে এ নিয়ে তাদের কোন উদ্বেগ নেই। বলা চলে এ ব্যাপারে তারা একেবারেই নিরুদ্বেগ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত মার্চ মাস থেকে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া প্রতিদিন হরেকরকম সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে তাঁর নির্বাচিত "গণতান্ত্রিক" সরকারের বিরোধী দলসমূহে "চক্রান্তের" কথা বলছেন, "বিদেশী দালালদের" উপস্থিতি এবং তৎপরতার কথা বলছেন, "উৎপাদনের রাজনীতি" নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্রের কথা বলছেন কিন্তু তাঁরা নিজেরা কার্যক্ষেত্রে যা করছেন তার প্রত্যেকটির পরিণতিই হচ্ছে গণতন্ত্র বিরোধী, উৎপাদন বিরোধী এবং জনগণকে সব রকম প্রকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখারই এক প্রশস্ত ব্যবস্থা।

সরকারের এই প্রতারণামূলক কার্যকলাপের জন্যই তাদের অসুবিধা হয় না একদিকে ভারত সফরে গিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ভারতীয় সরকারের পদলেহন করে কিছু কিছু সুবিধা লাভের চেষ্টা নিজেরা করা এবং অন্যেরা আন্দোলন করলে তাদেরকে সরাসরি "ভারতীয় দালাল" অথবা পরোক্ষভাবে "বিদেশী দালাল" হিসেবে উল্লেখ করা।

বর্তমান সরকার একটি নির্বাচিত সরকার হলেও তাদের গণতান্ত্রিক চরিত্র বলে যে কিছু নেই, তাদের নিজেদের চরিত্র যে সম্পূর্ণভাবে দালালের চরিত্র এতে সন্দেহ করার আর কোন কারণ নেই। শুধু তাই নয়, তাদের এই দালালী মূলতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হলেও অন্যদের দ্বারস্থ হতেও এদের অসুবিধা নেই। কাজেই এরা হলো দালাল হিসেবেও বহুপরিচর্যাকারী।

এই যাদের প্রকৃত চরিত্র তারা যে একদিকে উৎপাদনের রাজনীতি বলে চীৎকার করবে এবং অন্যদিকে মাসের পর মাস বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার চক্রান্তে লিপ্ত থাকবে সেই হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় তাদের মধ্যে প্রকৃত কোন উদ্বেগের চিহ্ন দেখা যাবে না- সেটাই স্বাভাবিক। এতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। ২৫-৫-৯২

বদরুদ্দীন উমর ঃ লেখক, বাম রাজনীতিক, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী। তাঁর গ্রন্থ ঃ ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী সমাজ এবং বহু গ্রন্থের প্রণেতা।